গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষিখামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
http//:lddp.portal.gov.bd

দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণে নিয়োজিত আগ্রহী বড় আকারের দুগ্ধজাত পণ্য বহমূখীকরণ (Milk Product Diversification) ও বাজারজাতকরণ প্রতিষ্ঠানের সাথে ম্যাচিং গ্রান্টের মাধ্যমে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠাকরণের শর্তাবলী বা Terms of Reference (ToR)

১. উদ্দেশ্যঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের প্রাণিসম্পদ সেক্টরে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বাজার সুবিধা উন্নয়ন, ক্ষুদ্র কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাদের সহনশীলতা (Resilience) বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করছে। প্রকল্পের সামগ্রিক লক্ষ্যের অংশ হিসেবে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণে নিয়োজিত আগ্রহী বড় আকারের প্রতিষ্ঠানকে দুগ্ধজাত পণ্য (চীজ,ইয়োগার্ট ইত্যাদি) বহমূখীকরণ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করার জন্য এলডিডিপি অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। প্রস্তাবনার কারিগরী ও আর্থিক দিক বিবেচনা করে প্রস্তাবে উল্লেখিত মোট বাজেটের সর্বোচ্চ পঞ্চাশ ভাগ (৫০%) অর্থ অর্থাৎ অনধিক ৮৩ লক্ষ টাকা (তিরাশি লক্ষ টাকা) প্রকল্প থেকে অনুদান প্রদান করা হবে এবং অবশিষ্ট অর্থ উদ্যোক্তাকে বহন করতে হবে।

২. আবেদনকারীর যোগ্যতাঃ

১. আবদেনকারীকে বাংলাদেশী নাগরিক হতে হবে;

২. আবদেনকারীর ব্যবসা দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত হতে হবে এবং এ উৎপাদন কার্যক্রম প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকায় অবস্থিত হতে হবে;

৩. আবদেনকারীকে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণে ও দুগ্ধজাত পণ্য বহমূখীকরণে (চীজ,ইয়োগার্ট ইত্যাদি) কমপক্ষে ০১ (এক) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

৪. আবদেনকারীকে বৈধ ট্রেড লাইন্সেস ও টিআইএন (TIN) সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে;

৫. আবদেনপত্রে প্রস্তাবতি মোট বাজটের কমপক্ষে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ (৫০%) অর্থ আবদেনকারীকে বহন করতে হবে;

৬. আবদেনকারীকে বেসরকারি ক্ষুদ্র/মাঝারি/বড় উদ্যোক্তা হতে হবে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এবং স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানি আবদেন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না; এবং

৭. ম্যাচিং গ্রান্ট প্রাপ্তির জন্য মহিলা উদ্যোক্তাদের বিশেষেভাবে উৎসাহিত করা হবে।

৩. ম্যাচিং গ্রান্টের ব্যবহারঃ

৩.১ ম্যাচিং গ্রান্টের অর্থ নিম্নেবর্ণিত কাজে ব্যবহার করা যাবেঃ

ক. ম্যাচিং গ্রান্টের অর্থ বিদ্যমান দুগ্ধ প্রাক্রিয়াজাতকরণে ও দুগ্ধজাত পণ্য বহমূখীকরণের (চীজ,ইয়োগার্ট ইত্যাদি) জন্য ব্যবহার করা যাবে,

খ. ম্যাচিং গ্রান্টের অর্থ নিম্নের সরঞ্জামাদি কেনার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারেঃ

- যন্ত্রপাতি, পণ্য পরীক্ষার ল্যাব সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সংগ্রহ করতে হবে;
- ম্যাচিং গ্রান্টের অর্থ উৎপাদন ব্যবস্থার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বা সফটওয়্যার সংগ্রহ করার কাজে ব্যবহার করা যেতে পরে; এবং

গ. বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যগণ পরিকল্পনা অনুযায়ী ম্যাচিং গ্রান্টের প্রদত্ত অর্থের যথাযথ ব্যবহার তত্ত্বাবধান করবেন।

৩.২ ম্যাচিং গ্রান্টের অর্থ নিম্নেবর্ণিত কাজে ব্যবহার করা যাবে নাঃ

ক. জমি কেনা বা ভাড়া করা;

খ. যানবাহন ক্রয়;

গ. অফিসের আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম ক্রয়;

ঘ. বিল্ডিং এবং সিভিল ওয়ার্কস;

ঙ. অপারেটিং খরচ;

চ. ঋণ পরিশোধ;

ছ. ঋণের সুদ প্রদান;

জ. ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল; এবং

ঝ. বেআইনী ব্যবসায়িক র্কাযক্রম।

৪. ম্যাচিং গ্রান্টের পরিমানঃ

ম্যাচিং গ্রান্ট/অনুদানের পরিমান কোনক্রমেই ৮৩ লক্ষ (তিরাশি লক্ষ) টাকার বেশি হবে না। আবেদনকারীর ব্যবসায় বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়নের ভিত্তিতে ম্যাচিং গ্রান্টের পরিমান নির্ধারিত হবে।

৫. ইওআই (EoI)/আবেদন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াঃ

ক. আবেদনকারীকে ইওআই'তে বর্ণিত সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী পূরণ করতে হবে এবং তার সমর্থনে যথাযথ কাগজপত্রসহ আবেদন পত্র প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ)-এ জমা দিতে হবে;

খ. অসম্পূর্ণ আবেদন পত্র বিবেচনা করা হবে না;

গ. আগ্রহব্যক্তকারীকে ইওআই (EoI) ফরমেট অনুসরণ করে আবেদন জমা দিতে হবে;

ঘ. আবেদনকারী কেবল একটি প্যাকেজের জন্য আবেদন পত্র জমা দিতে পারবেন; এবং

ঙ. প্রকল্প কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর জমা দেওয়া কোন ইওআই বা সহায়ক উপকরণ ফেরত দিতে বাধ্য নয়।

৬. ইওআই (EoI) যাচাইকরণ এবং ম্যাচিং গ্রান্ট অনুমোদনের প্রক্রিয়াঃ

ক. পিএমইউ কতৃর্ক আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকারকরণ;

খ. প্রাপ্ত আবেদনগুলোর যাচাই-বাছাইয়ের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PIU)-এ পাঠানো হবে;

গ. পিআইইউ (PIU) যা করবে:

- আবেদনপত্রে উল্লেখিত তথ্যাদি যাচাই করা;
- প্রয়োজনে আবেদনকারীর কাছ থেকে যে কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা চাওয়া;
- পিএমইউ কর্তৃক সরবরাহকৃত ফরমেট বা চেকলিস্ট পূরণ করা; এবং
- যথাযথভাবে কাগজ-পত্র দেখা এবং রেকর্ড করা।

ঘ. পিআইইউ (PIU) সকল আবেদন যাচাই-বাছাই করে পিএমইউতে রিপোর্টসহ প্রেরণ করবে;

ঙ. তহবিল ব্যবস্থাপনা ইউনিট (FMgtU) আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য যাচাই করার জন্য স্বাধীন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে;

চ. গ্রান্ট রিভিউ কমিটি (GRC)'র চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সফল আবেদনকারীদের জানানো হবে;

ছ. শুধুমাত্র নির্বাচিত আবেদনকারীকে ব্যবসায় পরিকল্পনা (Business Plan) প্রণয়নের জন্য আহ্বান জানানো হবে; এবং

জ. দাখিলকৃত প্রস্তাবের কলা-কৌশল ও যথার্থতা বিবেচনা পূর্বক চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করা হবে।

৭. ম্যাচিং গ্রান্ট চুক্তি এবং বিতরণঃ

- প্রকল্প পরিচালক, এলডিডিপি বাংলাদেশের প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচিত উদ্যোক্তাদের সাথে চুক্তি পত্র স্বাক্ষর করবে;
- প্রকল্প পরিচালক, এলডিডিপি সফলভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীদের সাথে চুক্তির আলোচনা সম্পন্ন করবে এবং ম্যাচিং গ্রান্ট সহায়তা চূড়ান্ত করবে;
- আবেদনপত্রে উল্লেখিত উদ্দেশ্য, কাজের পরিকল্পনা, কার্যক্রম, মাইলস্টোন, তহবিলের ব্যবস্থা এবং প্রতিবেদনের সময়সূচী নির্ধারণ চুক্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে;
- পিএমইউ-এর একজন টেকনিক্যাল অফিসার নির্বাচিত উদ্যোক্তাদের নিকট চুক্তির প্রতিটি ধারা ব্যখ্যা করবেন; এবং
- নির্বাচিত উদ্যোক্তাগণ প্রকল্পের সাথে চূড়ান্ত অনুদান চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন।

৮. বিরোধ নিষ্পত্তিঃ

একটি কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার (Grievance Redress Mechanism-GRM) মাধ্যমে কোন অভিযোগ থাকলে তা গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও নিষ্পত্তি করা হবে। বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য এলডিডিপিতে একটি বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি (GRM) কার্যকর আছে। এ বিষয়ে কারো কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং নিষ্পত্তিকরণ GRM-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বা প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডডিপি)-এর ওয়বেসাইটে (http://lddp.portal.gov.bd) প্রবশে করে বা ই-মইেল বা লিখিত পত্ররে মাধ্যমে বিরোধ/অভিযোগ নিষ্পত্তি/প্রতিকার চেয়ে আবদেন করতে পারবে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কারও কোন অভিযোগ থাকলে নিম্ন ঠিকানায়ও যোগাযোগ করা যাবেঃ

কর্মকর্তার পদবী	যোগাযোগের ঠিকানা
মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ঢাকা। ই-মেইল: dg@dls.gov.bd টেলিফোন: +৮৮০২৯১০১৯৩২ ডাক ঠিকানা: প্রাণিসম্পদ ভবন-১ (২য় তলা) কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।